তারিখ ..09 DEC 2015...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কালের কণ্ঠ

টঙ্গিবাড়ীর বেতকা বিদ্যালয়ে

প্রধান শিক্ষকের খামখেয়ালি

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি ▷

মুন্সীগঞ্জের টঙ্গিবাড়ী উপজেলার উত্তর বেতকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু শ্রেণির বার্ষিকের ইংরেজি পরীক্ষা সোমবারের পরিবর্তে পরদিন গতকাল মঙ্গলবার নেওয়া হয়েছে। আগের দিন আশপাশের বিদ্যালয়গুলোতে ওই পরীক্ষা হওয়ায় প্রশ্নপত্র পরীক্ষার্থীরা আগেই পেয়েছিল। এর পেছনে ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খোরশেদ আলমের খামখেয়ালিপনার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এদিকে গতকাল পরীক্ষা চলাকালে প্রধান শিক্ষকের আঘাতে আহত হয়েছেন ওই বিদ্যালয়ের এক সহকারী শিক্ষক। আহত শিক্ষক এখন মুন্সীগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ ঘটনায় অভিভাবকদের মধ্যে চরম ক্ষোভ ও হতাশা বিরাজ করছে।

আহত ওমর ফারুক মুঠোফোনে জানান, প্রধান শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে অনিয়ম করে আসছেন। প্রধান শিক্ষক নিজেসহ কোনো শিক্ষক দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকলেও তাঁদের বেতনের পুরো টাকাই তিনি তুলে নেন। সোমবার শিশুদের ইংরেজি পরীক্ষা ছিল। তিনি ছাত্রছাত্রীদের দেড় ঘণ্টা বসিয়ে রেখেও পরীক্ষা নেননি। গতকাল মঙ্গলবার আমাকে দিয়ে এ পরীক্ষা নেওয়া হয়। অথচ এক দিন আগে অন্যান্য বিদ্যালয়ে এ পরীক্ষা হয়ে যাওয়ায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়। তিনি বলেন, 'গতকাল এক বেঞ্চে দুজনের পরিবর্তে তিন ছাত্র বসানোকে কেন্দ্র করে তাঁর সঙ্গে আমার কথাকাটাকাটি হয়। এ সময় তাঁর সহযোগী শিক্ষক আব্দুল ওহাব আমার হাত চেপে ধরেন। আর প্রধান শিক্ষক আমাকে উপর্যুপরি কিল, ঘুষি ও লাথি মারেন। এতে আমার মুখমণ্ডল ফেটে রক্ত ঝরেছে। শরীরের বিভিন্ন অংশ ফুলে গেছে। আমি এখন মুন্সীগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের পুরুষ ওয়ার্ডের বি ৪ নম্বর বেডে শুয়ে আছি।'

প্রধান শিক্ষক খোরশেদ আলম বলেন, 'একজন শিক্ষক হয়ে আরেক শিক্ষকের প্রতি এ রকম আচরণ করা আমার ঠিক হয়নি। থানা শিক্ষা কর্মকর্তাসহ আমি আহত শিক্ষককে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলাম। বিষয়টি শিক্ষা কর্মকর্তা মীমাংসা করে দেবেন।' পরীক্ষার বিষয়ে তিনি বলেন, 'শিক্ষা অফিস থেকে আনা বান্ডিলে শিশু শ্রেণির ইংরেজির প্রশ্ন ছিল না। পরে প্রশ্নপত্র আনিয়ে পরীক্ষা নিয়েছি।'

টঙ্গিবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলমগীর হোসেন বলেন, 'কেউ কোনো অভিযোগ নিয়ে আসেনি।'